7284 - আরাফার দনিরে ফযলিত

প্রশ্ন

আরাফার দনিরে ফযলিতগুলো কি কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আরাফার দনিরে ফযলিতরে মধ্যে রয়ছে:

১. দ্বীন ও আল্লাহর নয়োমত পরপিূর্ণ হওয়ার দনি:

সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, এক ইহুদী লোক তাঁকে বলল: হে আমীরুল মুমনিীন! আপনাদরে কতিাবে এমন একটি আয়াত রয়ছেে যদি আমরা ইহুদীদরে উপর এ আয়াতটি নাযলি হত তাহলে আমরা সে দনিটকিে ঈদ হসিবেে গ্রহণ করতাম। তনিি বললনে: কোন আয়াতটি? সে বলল: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [المائدة: 3] (অর্থ- আজ আমি তোমাদরে জন্য তোমাদরে দ্বীনকে পরপিূর্ণ করলাম এবং তোমাদরে উপর আমার নয়োমত সম্পূর্ণ করলাম।)[সূরা আল-মায়দো, আয়াত: ৩] উমর (রাঃ) বলনে: যে দনি ও যে স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর এ আয়াতটি নাযলি হয়ছেে সইে দনি ও সইে স্থানটি আমরা জানি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমাবার আরাফার ময়দানে দণ্ডায়মান অবস্থায় ছলিনে।

২. আরাফার মাঠে অবস্থানকারীদরে জন্য এটি ঈদরে দনি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “আরাফার দনি, কোরবানীর দনি ও তাশরকিরে দনিগুলো আমরা মুসলমানদরে জন্য ঈদ বা উৎসবরে দনি। এ দনিগুলো পানাহাররে দনি।”[হাদসিটি সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণতি হয়ছে] উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ শীর্ষক আয়াতটি নাযলি হয়ছেে জুমার দনি, আরাফার দনি। আলহামদু লল্লিাহ উভয় দনি আমাদরের জন্য ঈদ।

৩. এটি এমন একটি দনি যইে দনিকে দয়িে আল্লাহ তাআলা কসম করছেনে:

মহান সত্তা মহানকে দয়িে কসম করে থাকনে। এটি এমন দনি আল্লাহর বাণী: “আর প্রতশ্রিুতি দ্রষ্টা ও দৃষ্টরে”[সূরা

বুরুজ, আয়াত: ৩] এর মধ্যে যেদিনকে বলা হয়েছে- দৃষ্ট। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "প্রতশ্রিুত দনি হচ্ছে- কয়িামতরে দনি। আর দৃষ্ট দনি হচ্ছে- আরাফার দনি। আর দ্রষ্টা হচ্ছে- জুমার দনি।"[সুনানে তরিমযিি; আলবানী হাদসিটকিে 'হাসান' বলছেনে]

এটি হচ্ছে সে বজেোড় যা দয়িে আল্লাহ তাআলা কসম করছেনে তাঁর বাণী: "শপথ জোড় ও বজেোড়রে" [সূরা আল-ফজর; আয়াত: ৩] আয়াতরে মধ্যে। ইবনে আব্বাস বলনে: "জোড় হচ্ছে- ঈদুল আযহার দনি। আর বজেোড় হচ্ছে আরাফার দনি।" ইকরমিা ও দাহ্হাকও এ কথা বলনে।

৪. এই দনি রোযা রাখলে দুই বছররে পাপ মোচন হয়:

আবু কাতাদা (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দনি রোযা রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তনিি বলনে: "এটি বগিত এক বছর ও আগত এক বছররে পাপ মোচন করে।"[সহহি মুসলমি]

যারা হাজী নন তাদরে জন্য এ রোযা রাখা সুন্নত। যারা হাজী তাদরে জন্য আরাফার দনি রোযা থাকা সুন্নত নয়। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দনি রোযা রাখনেনি। তাঁর থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি আরাফার ময়দানে আরাফার দনি রোযা রাখতে নষিধে করছেনে।

৫. এটি এমন দনি যেদিনি আল্লাহ তাআলা বনী আদম থকেে প্রতশ্রিুতি গ্রহণ করছেনে:

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে যে, "নশ্চিয় আল্লাহ নামানে -অর্থাৎ আরাফার ময়দানে- আদমরে পৃষ্ঠদশে থকেে প্রতশ্রিুতি নয়িছেনে। তনিি আদমরে মরেুদণ্ডে তাঁর যত বংশধরদরে রখেছেনে তাদরে সবাইকে বরে করে এনে অণুর মত তাঁর সামনে ছড়য়িে দনে। এরপর সরাসরি তাদরে সাথে কথা বলনে। তনিি বলনে: আমি কি তোমাদরে প্রভু নই? তারা সকলে বলে: হ্যাঁ অবশ্যই; আমরা সাক্ষ্য দচ্ছি। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যনে কয়িামতরে দনি না বল, 'আমরা তো এ বষিয়ে গাফলে ছলিাম। কংিবা তোমরা যনে না বল, আমাদরে পতিৃপুরুষরাও তো আমাদরে আগে শরি্ক করছে, আর আমরা তো তাদরে পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শরি্করে মাধ্যমে) যারা তাদরে আমলকে বাতলি করছে তাদরে কৃতকর্মরে জন্য আপনি আমাদরেকে ধ্বংস করবনে।"[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৭২-১৭৩] হাদসিটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণতি হয়ছে, আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে। অতএব, কতই না মহান সইে দনি এবং কতইনা মহান সে প্রতশ্রিুতি।

৬. এটি গুনাহ মাফরে দনি, জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তরি দনি, আরাফাবাসীদরে নয়িে গৌরব করার দনি:

সহহি মুসলমিে আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, "আরাফার দনিরে চয়েে উত্তম এমন কোন দনি নইে যইে দনি আল্লাহ সবচয়েে বশেি বান্দাকে জাহান্নামরে আগুন থকেে মুক্তি দনে;

নশ্চিয় তনি নকিটবর্তী হন; অতঃপর তাদরেকে নয়িে ফরেশেতাদরে কাছে গৌরব করে বলনে: এরা কি চায়?”

ইবনে উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনি বিলনে: নশ্চিয় আল্লাহ আরাফাবাসীদরে নয়িে ফরেশেতাদরে কাছে গৌরব করে বলনে: আমার বান্দাদরে দকিে তাকাও; তারা এলোমেলো চুল ও ধুলোমলনি হয়ে আমার কাছে এসছে।”[মুসনাদে আহমাদ; আলবানী হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আল্লাহই ভাল জাননে